দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 1 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিল অবিলম্বে পাস করা হোক

ডলান হাসান

একটি পূর্ণাঙ্গ আধুনিক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের যুগ যুগান্তরের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন পূরণ এদেশের পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা ও ইসলামী জনতার দীর্ঘকালের সংগ্রাম-সাধনা, ধ্যান ও জ্ঞানের বিষয়। এজন্য তারা ব্রিটিশ আমল থেকে দাবি ও আন্দোলন করে আসছেন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল পার হয়ে বাংলাদেশ আমলেরও চার দশক ধরে তারা কেবল স্বপ্নই দেখেছেন। আন্দোলন-সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত ও তৎপর রেখেছেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতা আলীয়া মাদরাসার সমাবর্তনে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের উপস্থিতিতে উত্থাপিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি বাস্তবায়নে বিগত প্রতিটি সরকারের শাসনামলে ছোট-বড় নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়নি। মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ঐতিহ্যবাহী একক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীন এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুদীর্ঘকাল ধরে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তার এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই ফল হলো এ বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি কর্তৃক জাতীয় সংসদে 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩' উত্থাপন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রীর অকৃত্রিম সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণের প্রাথমিক পথটি রচিত হয়েছে। এ নিয়ে দেশের কোটি মানুষের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। তাদের মনে আশা জেগেছে, এবার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবিকই প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গত ২২ জুন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসীনের জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সকল কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু জাতীয় সংসদে পাসের অপেক্ষা। বিলটি পাসের জন্য চলতি অধিবেশনেই উত্থাপন করা হবে। ৩০ জুন বাজেট পাস হয়ে গেলে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি সংসদে উত্থাপন করা হবে।' সঙ্গতকারণেই ধরে নেয়া হয়েছে, কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হতে আর বেশি দেরি নেই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, তাদের এ স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা, তা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। কারণ চলতি বাজেট অধিবেশন প্রায় শেষের পথে। আর বেশি দিন বাকি নেই। পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, সম্ভবত এটাই হবে বর্তমান সংসদের শেষ অধিবেশন। এ অবস্থায় সবকিছু চূড়ান্ত থাকার পরও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি এখন পর্যন্ত উত্থাপন করার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আদৌ পাস হবে কিনা, এ নিয়ে একপ্রকার অনিশ্চয়তার দোলাচালের সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট পাস হলেও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলটি উত্থাপিত হয়নি। শিক্ষামন্ত্রীর আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্যোগের পরও যদি বিলটি সংসদে উত্থাপিত না হয়, তবে তা হবে ৯০ ভাগ মুসলমানের জন্য দুর্ভাগ্যের, স্বপ্নভঙ্গের ও বেদনার বিষয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা, অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে থেমে যাওয়া এদেশের পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ মানুষ মেনে নেবে না। তাদের মনে এই ভাবনার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার ভাওতাবাজী করেছে, যা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

বর্তমান সরকার শুরুর দিকে কোটি কোটি ইসলামপ্রিয় জনগণের আবেগ ও অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করে মাদরাসা শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় যা আকৃষ্ট প্রশংসা কুড়ায়। মাদরাসা শিক্ষার সাথে স্কুল-কলেজের শিক্ষা এবং শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য কমাতে সরকার উদ্যোগ নেয়। বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রীর আন্তরিকতা ছিল লক্ষণীয়। তার উদ্যোগে দুইশ' মাদরাসা এমপিওভুক্ত করা হয়। অপর্যাপ্ত হলেও এবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন পাঁচশ' টাকা থেকে এক হাজার টাকা করা হয়। ক্ষমতার শেষ দিকে এসে এসব উদ্যোগে যেন ভাটা পড়েছে। সরকারের আগ্রহ যেন হ্রাস পেয়েছে। এবারের বাজেটের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলামপ্রিয় মানুষ লক্ষ্য করেছে, এবারের বাজেটে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। এতে সরকারের প্রতি ইসলামপ্রিয় মানুষের যে প্রত্যাশা, তা হোঁচট খেয়েছে। সরকারের এ ধরনের মনোভাব দুঃখজনক ও হতাশার। এতে সরকারের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। আমরা মনে করি, দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের আবেগ ও অনুভূতি উপেক্ষা করে কেউই কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। এ বাস্তবতার বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কাজেই সরকারের উচিত হবে, বাস্তবতা উপলব্ধি করে কোটি মানুষের স্বপ্নের ও কাঙ্ক্ষিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি অবিলম্বে সংসদে তোলা ও পাস করা। এতে ইসলামপ্রিয় মানুষের কাছে সরকারেরই ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

জমিয়াতুল মোদাররেসীনের সভাপতি আলহাজ এ এম এম বাহাউদ্দীন যথার্থই বলেছেন; পরিবর্তিত বিশ্বে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা তুরস্ক নয়, ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশই হবে আধুনিক ইসলামিক রাষ্ট্রের মডেল। এটা একমাত্র সম্ভব এ দেশে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন, প্রসার ও সহায়তার মাধ্যমে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্বে পরিবর্তনের যে ছোঁয়া লেগেছে, তা ইসলামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বিশ্বাস করেন, 'ব্রিটেনের মুসলমানরাই পারে ক্ষয়ে যাওয়া ব্রিটিশ সংস্কৃতির মর্যাদা বৃদ্ধি ও পরিবর্তন করতে। তাদের সমাজে যে উচ্চমাত্রার বিবাহ বিচ্ছেদ, মাদকাসক্তি এবং সামাজিক মূল্যবোধের অভাব রয়েছে তা ফিরিয়ে আনতে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি মনে করেন, ব্রিটিশ মুসলমানদের দায়িত্ব নিয়ে এ কাজটি করতে হবে।' বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর দেশের প্রধানমন্ত্রীর এ উপলব্ধিতে বিশ্বে ইসলামের মাহাত্ম্য এবং কার্যকর ভূমিকার কথাই উঠে এসেছে। অর্থাৎ সামাজিক শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ, নীতি, নৈতিকতা অক্ষুণ্ন রাখার একমাত্র ভরসা হিসেবে ইসলামী জীবনধারার কথা তিনি বলেছেন। ব্রাজিলে চলমান যে দাঙ্গা ও সহিংসতা চলছে, তার পেছনে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব অন্যতম কারণ হিসেবে ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। অন্যদিকে তুরস্কে মদের দোকান ২৪ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ১৮ ঘণ্টা করার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা, মানবিকতা, নীতি, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। 'অর্থ অনর্থের মূল' বলা হলেও, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হলে অর্থ কখনোই অনর্থে পরিণত হতে পারে না। বরং অর্থ এবং মূল্যবোধ দুটোর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলা সম্ভব।

বিশ্বব্যাপী ইসলাম নিয়ে মানুষের মধ্যে আগ্রহের কমতি নেই। অনেকেই ইসলামী মূল্যবোধে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছেন। মাইকেল জ্যাকসনের বোন বিখ্যাত আমেরিকান সঙ্গীতশিল্পী জ্যানেট জ্যাকসন ইসলামী মূল্যবোধে আকৃষ্ট হয়ে সম্প্রতি মুসলমান হয়েছেন। কিছুদিন আগে বোম্বের এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা মমতা কুলকার্নী মুসলমান হয়ে আরেক নও মুসলিম ফ্রিকি গোস্বামীকে বিয়ে করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ইসলামের যে মূল্যবোধ তার প্রতি মানুষ দিন দিন আকৃষ্ট হচ্ছে। ক্ষমতাধর দেশগুলোও ইসলামের এই অগ্রযাত্রা মেনে নিয়ে তাদের নীতি আদর্শে পরিবর্তন আনছে। আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা অপার। এজন্য প্রয়োজন মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে ঢেলে সাজানো। মাদরাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, আধুনিকীকরণের পাশাপাশি মাদরাসা শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশকে ভিন্ন চিন্তা দিয়ে পরিচালনা করা কখনোই সম্ভব নয়। বাংলাদেশকে আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর নেতৃত্ব দেয়া যে কোন রাজনৈতিক দলের জন্য এক বিরাট সুযোগ। ৯০ ভাগ মুসলমানের এই সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে যারাই নেতৃত্বে আসবে, তারাই লাভবান হবে। বর্তমান সরকারের সামনে এই অবারিত সুযোগ ছিল। এ লক্ষ্যে তারা আন্তরিকতার সাথে কাজও শুরু করে। বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলেছেন। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার আগ্রহ দেখা গেছে। কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে বিষয়টি থমকে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা মনে করি, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জনতার প্রাণের দাবি পূরণ এবং গৌরবজনক এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে নিজেদের নাম, ভূমিকা ও অবদান সংযুক্ত করার সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বর্তমান সরকার। এ অবস্থায় সরকারের উচিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিল চলতি সংসদে পাস করে জনদাবি পূরণ করা। এ কাজটি করতে ব্যর্থ হলে সরকার মারাত্মক ইমেজ সঙ্কটে পড়বে। যার ফলাফল হবে সুদূর প্রসারী। সবকিছু শেষ করে এনে তা বাস্তবায়ন না করার ব্যর্থতার গ্লানি বহন করা সরকারের উচিত হবে কিনা, তা তার নীতি নির্ধারকদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জনতার প্রাণের দাবি পূরণ এবং গৌরবজনক এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে নিজেদের নাম, ভূমিকা ও অবদান সংযুক্ত করার সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বর্তমান সরকার। এ অবস্থায় সরকারের উচিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিল চলতি সংসদে পাস করে জনদাবি পূরণ করা। এ কাজটি করতে ব্যর্থ হলে সরকার মারাত্মক ইমেজ সঙ্কটে পড়বে। যার ফলাফল হবে সুদূর প্রসারী। সবকিছু শেষ করে এনে তা বাস্তবায়ন না করার ব্যর্থতার গ্লানি বহন করা সরকারের উচিত হবে কিনা, তা তার নীতি নির্ধারকদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।